প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নাবি জাতের সুস্বাদু আম

নিজস্ব প্রতিবেদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

দেখতে ল্যাংড়ার মতো। ল্যাংড়ার মিষ্টতা অর্থাৎ টোটাল সলিউবল সুগার (টিএসএস) যেখানে ১৮ থেকে ২০ শতাংশ, সেখানে এ আমের মিষ্টতা ২৩ থেকে ২৬ শতাংশ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার শিয়ালমারা গ্রামে এ আমের ১৬ বছর বয়সী একটি গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক এস এম কামরুজ্জামান জানান, অজানা ও অপ্রচলিত উন্নত জাতের ফল খুঁজে বের করে তার সম্প্রসারণ করা এ প্রকল্পের কাজ। তিনি বলেন, 'খুঁজতে খুঁজতে এই অজানা ও অপ্রচলিত নাবি জাতের (মৌসুমের শেষের দিকে পাওয়া যায়) আমগাছ পেয়েছি। দেশে নাবি জাতের এত সুস্বাদু আম আর নেই। আমাদের ধারণা, প্রাকৃতিকভাবে ল্যাংড়ার সঙ্গে আশ্বিনার সংকরায়ণের ফলে এ জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এ আম আশ্বিনার কাছ থেকে নাবি জাতের ও ল্যাংড়া থেকে রং, আকৃতি, স্বাদ ও গন্ধের গুণাবলি পেয়েছে। এই আম যে এত সুস্বাদু, তা গাছের মালিক এরফানের জানা ছিল না।'

এ মৌসুমে গাছটির ফলক্রেতা শিবগঞ্জ উপজেলার বালিয়াদীঘি গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম কৌতূহলবশে গাছেই আম রেখে দেন। সর্বশেষ ১২ সেপ্টেম্বর এ গাছের সাত মণ আম পাড়া হয়। জাহাঙ্গীর জানান, চট্টগ্রামে নিয়ে তা ১২ হাজার টাকা মণ অর্থাৎ ৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়েছে। গাছটি থেকে এ মৌসুমে এর আগে আরও ২৬ মণ আম পাওয়া গেছে। এস এম কামরুজ্জমান আরও বলেন, এ আমের জাতটি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নাবি আম উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যেতে পারে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারের উদ্যানতত্ত্ববিদ সাইফুর রহমান বলেন, এ অপ্রচলিত সুস্বাদু আমের জাতটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চারা উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।